ভারতীয় জনতা পার্টি
কেন্দ্রীয় অফিস)
১১ অশোক রোড, নয়া দিল্লি ১১০০০১
ফোন-- ০১১-২৩০৭০৫৭৭০, ফ্যাক্স--০১১-২৩০০৫৭৮৭

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

বি জে পির জাতীয় মুখপাত্র ও সাংসদ শ্রী প্রকাশ জাভরেকরের জারি করা সংবাদ বিবৃতি

বি জে পির দাবি, ১২ এ ডাব্লিউ ১০১ হেলিকপ্টার কেনার সময় যে ৩৫০ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছে, তা আদালতের তত্বাবধানে, নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে সি বি আই-কে তদন্ত করে দেখতে হবে। আদালতের তত্বাবধান না থাকলে ইউ পি এ আমলে সি বি আই-এর তদন্তে কোনো ফল হবে না। ২জি সহ অন্য অভিযোগে সরকার শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে তদন্ত করতে রাজি হলেও পরে সেই তদন্তের কাজে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট যখন নিজে থেকে ২ জি-র তদন্ত তত্বাবধান করতে শুরু করল, তারপর সেই তদন্ত সফল হল। না হলে ১৫ মাস ধরে এই তদন্তে কাজ কিছুই হয় নি।
গত বছর ইতালীয় ও ভারতীয় মিডিয়ায় ভি ভি আই পি হেলিকপ্টার কেনা নিয়ে ঘুষ দেবার অভিযোগ প্রথম প্রকাশ পেল, তখনই বি জে পি দাবি জানিয়েছিল, তদন্ত করতে হবে, কিন্তু সরকার তা করেনি। কিন্তু ইতালীয় সরকার গুরুত্ব দিয়ে অভিযোগের তদন্ত করে, ভারত সরকার গুরুত্ব দিয়ে কোনো তদন্ত করেনি। এমনকী কিছু রিপোর্ট বলছে, সরকারের অভ্যন্তরীণ তদন্ত এই চুক্তিকে ছাড়পত্র দিতে ব্যস্ত ছিল। বি জে পির দাবি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ তদন্তের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে হবে ও কীভাবে সরকার এই সিদ্ধান্তে এলো যে কোনো দুর্নীতি হয় নি, তা জানাতে হবে।
কৌতুহলকর বিষয় হল, সরকার গত ১২ ডিসেম্বর, ২০১২-তে রাজ্যসভায় আমার প্রশ্নের জবাবের সময় এই অভ্যন্তরীণ তদন্তের কথা বলেই নি। আমার প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছিল,'কোনো নির্দিষ্ট তথ্য না থাকায় সরকার ভারতীয় সংস্থাকে দিয়ে আনুষ্ঠানিক তদন্ত করতে পারছে না।' আসলে সরকার বিভিন্ন সুত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করতে পারত, তার জন্য ইতালি থেকে কোনো সরকারী তথ্য আসার দরকার ছিল না।
হাশ্চকে ও তার সঙ্গী গেরসার মধ্যে ফোনে কথাবার্তার বিস্তারিত বিবরণ গত কয়েক মাস ধরেই পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু ভারত সরকার এটা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার মনে করেনি।
এই চুক্তি নিয়ে তদন্তের ব্যাপারে প্রথম থেকেই সরকার নিরুত্সাহ ছিল। ফিনমেকানিকার ভারতীয় কাজকর্ম যিনি দেখতেন, সেই গিরসালে ভারত থেকে চলে যেতে পারলেন, অথচ তিনি ছিলেন ঘুষ দেবার একটা সূত্র।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অভিযোগ স্বীকার করার বদলে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে কিছু টেকনিকাল বিষয় তুলছে এবং এন ডি এ-র নাম টেনে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিষয়টা তো টেকনিকাল বা প্রযুক্তিগত

খুঁটিনাটি নিয়ে নয়, প্রশ্নটা হল দুর্নীতির এবং সময়ে তদন্ত করার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার। সরকার তাই ভারতে কে ঘুষ খেয়েছে তা বের করতে পারেনি।
কংগ্রেস সরকার দুর্নীতিতে ডুবে আছে। সি ডাব্লিউ জি, ২জি, কয়লা, ঋণ মকুব ও অন্যান্য কেলেঙ্কারী হল এন ডি এ শাসনের প্রতীক। সর্বশেষ ভি ভি আই পি হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারী হল, একটা প্রধান কেলেঙ্কারী, যেখানে সরকারকে এই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে হবে। দেশ এর উত্তর জানতে চায়।

১) ভি ভি আই পি হেলিকপ্টার চুক্তি কে চূড়ান্ত করেছে ও সই করেছে?
২) ঘুষ কে নিয়েছে?
২) ইতালীয় চার্জশিটে দু জায়গায় বলা হয়েছে, 'পরিবার'কে ২৬ মিলিয়ন ইউরো দেওয়া হয়েছে। দেশ জানতে চায়, এই 'পরিবার' মানে কোন পরিবার?
৩) এমার এম জি এফের সঙ্গে হাস্চকের সম্পর্ক কি?
৪) এই চুক্তির সঙ্গে আই ডি এস ইন্ডিয়ার সম্পর্ক কি?
৫) সরকার কি এই কেলেঙ্কারির সুত্রে কোনো লেটার রেগাটোরি জারি করেছে?

(ও পি কহলি)
সদরদফতর প্রমুখ